দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 29 APR 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

পাঠ্য বইয়ে ইতিহাসের বিকৃতি প্রসঙ্গে

দেরিতে হলেও অবশেষে পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগে পূর্ণমুদ্রিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ড থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাসংক্রান্ত তথ্য সংশোধন করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র সংশোধনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি ভাবে প্রকাশিত দলিলপত্রকে ভিত্তি করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ও মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বাদ দিয়ে বিকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

পাঠ্যবইয়ে যে বিষয়গুলিতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল : বিগত বছরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পাঠ্যবইয়ে যে বিষয়গুলিতে পরিবর্তন করা হয়েছিল অর্থাৎ সঠিক ইতিহাস বাদ দিয়ে বিকৃত যে ইতিহাস অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল তা হলো-

১। শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি বাদ দেওয়া।
২। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গ।
৩। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানকে নিয়ে নিজের ইচ্ছেনুযায়ী লেখা বা ছোট বড় করে দেখানোর প্রবনতা।
৪। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক অখ্যাত লেখকদের কৌশলী ও কাঠখোট্টা লেখা অন্তভুর্ক্ত করা।
৫। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী রাজাকার, আলবদর, আল-শামস ও শান্তি কমিটির ভূমিকাকে বাদ দেওয়া।
৬। মুক্তিযুদ্ধে অনেক অপারেশনের ঘটনা থাকা স্বত্বেও জিয়াউর রহমানের নেতৃত্ব জামালপুর কামালপুর গ্রামের একটি অপারেশনকে গুরুত্ব দিয়ে লেখা ও আরও অনান্য অনেক বিষয়।

এছাড়াও পাঠ্যবইয়ের যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছিল সেগুলো ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অপছন্দ করেন এমন ব্যক্তিরা বঙ্গবন্ধুর জীবনী লিখেছেন। অষ্টম শ্রেণীর সাহিত্য কণিকায় ৭৫ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ৭৯ পৃষ্ঠায় জিয়াউর রহমান সম্পর্কে লিখেছেন কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমেদ। কাজী সিরাজ উদ্দিন বর্তমানে পেশায় একজন সাংবাদিক তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধাও। কিছুদিন আগে পযর্ন্ত তিনি বিএনপির মুখপত্র দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ওই বইয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে লেখা হয়েছে ৮৩ লাইন, অন্যদিকে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে লেখা হয়েছে ১২১ লাইন। এছাড়াও জিয়াউর রহমানের লেখার অনুশীলনীর সাধারণ প্রশ্নে ২ নং প্রশ্নটি ছিল বিতর্কিত। প্রশ্নটি ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক কে? তিনি কোন অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন? সিরাজ উদ্দিন আহমেদ লিখেছেন- "১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্য রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার বরণ করেন এবং তাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই দলের অন্য নেতারাও কেউ প্রাণভয়ে পালিয়ে যান ভারতে, কেউ আত্মগোপন করেন। অপ্রস্তুত, অসংগঠিত ও নেতৃত্বহীন অবস্থায় জাতি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ঠিক তখনই কান্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সময়ের সাহসী সন্তান মেজর (তৎকালীন) জিয়াউর রহমান। প্রতিপনাল বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ১৯৭১ সলের ২৬ মার্চ তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় জাতি দিক-নির্দেশনা লাভ করে; জনগণ সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত হয়।" কিন্তু ৮ইমার্চ ১৯৭১ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে,' শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ক্ষেত্রে কতিপয় পূর্বশর্ত আরোপ করেন। তাছাড়া উক্ত জনসভায় তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং জনগণের কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। তিনি ঘোষনা করেন " এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। কাজী সিরাজ একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়েও কেমন করে এমন কথা লিখলেন এ ব্যাপারে স্পষ্টই তার পক্ষপাতিত্বই ধরা পরে।

আর সেকারনে বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার পাঠ্যবই থেকে এসব পক্ষপাতিত্ব ঝেড়ে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস অন্তভুর্ক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরী সম্প্রতি এ ঘোষণা দিয়েছেন। একজন যুগ্ম সচিবসহ কয়েকজন কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন।

এ প্রসঙ্গে যুগ্ম সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, পাঠ্যবইয়ে কী ধরনের পরিবর্তন হতে পারে, তার একটি প্রাথমিক রূপরেখা মন্ত্রাণালয় থেকে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রাণালয়কে স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্রে সঠিক ইতিহাস অর্ন্তভুক্ত করার বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো.ইউসুফ ফারুক বলেন- মন্ত্রানালয় থেকে বাংলা, সামাজিক বিজ্ঞান, পৌরনীতি ও ইতিহাস বইয়ের যেসব স্থানে মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ আছে, সেগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি না এবং যেসব জায়গায় ত্রুটি আছে, সেগুলো সংশোধন করতে বলা হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষের বইয়ে এসব বিষয় সংশোধন করা হবে, তবে বইয়ের অন্য কোনো পরিবর্তন হবে না।

এদিকে পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তা পর্যালোচনার কাজ শেষ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এখন যা বর্তমান, খানিক পরেই তা হয়ে যাবে অতীত। আর সেই অতীতই এক সময় জমা হতে হতে হয়ে যাবে ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসই থাকবে চিরন্তন সত্য হয়ে। ইতিহাস পড়েই বর্তমান প্রজন্ম জানবে তাদের পূর্বসুরীরা কি করে গিয়েছিলেন। কেনই বা তারা বিখ্যাত হয়েছিল আর কেমন করেই বা এদেশ বিশ্বের দরবারে স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে নাম লিখতে পেরেছিল। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ইতিহাস বড়ই গৌরবের এবং গর্বের। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের জন্মের সঠিক ইতিহাস কিছু স্বার্থন্বেষীর প্ররোচনায় কুক্ষিগত হয়েছে। এর ফলে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে না। অনেকেই আবার ভুল তথ্য জেনেই তাদের শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্ব শেষ করছে। কিন্তু সম্ভবত সেই দিন নেই। এখন সময় এসেছে সঠিক ইতিহাস জানার। আর তাই পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেরিতে হলেও সেই উদ্যোগ ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য যে উপকারি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আর এসব নিয়েই লিখেছেন-রাবেয়া বেবী। ছবি : আনিসুল হক